শিশির মিত্র
প্রযোজিত

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্বর্ণলতা অবলম্বনে

বসুমিত্রের

গার্হস্থ্য চিত্র

সরলা

বসুমিত্রের

স র লা

পরিচালনা

অমলকুমার বসু

●

চিত্রনাট্য

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

●

চলচ্চিত্র গ্রহণে

বীরেন দে

●

শব্দ-গ্রহণে

শচীন চক্রবর্ত্তী

ইন্দু অধিকারী

সম্পাদনায়

কমল গঙ্গোপাধ্যায়

●

শিল্প-নির্দেশে

মদন গুপ্ত

●

রূপ-সজ্জায়

অক্ষয় দাস

●

ব্যবস্থাপনা

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

●

স্থিরচিত্রে

ষ্টিল ফটো সার্ভিস

●

প্রচার-সচীব

ভবানী প্রসাদ বসু

প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে

মনীন্দ্র মিত্র

পরিস্ফুট ও মুদ্রণ

শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারিজ লিঃ

কে, আর, দাসের তত্ত্বাবধানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহিত।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্তী, সমীর ঘোষ, সনৎ কুমার মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, অশোক মৌলিক, প্রণব কুমার মজুমদার। চিত্র-গ্রহণে : হরেণ বসু, সুকুমার শী, বিমল রায় (বীরু)। শব্দ-গ্রহণে : অমর মিত্র। ব্যবস্থাপনায় : ক্ষিতীশ নাগ, নীতিপূর্ণ বড়ুয়া, নিমাই রায়। রূপ সজ্জায় : ইন্দু ও রামচন্দ্র। আলোকসম্পাতে : কেষ্ট, বিমল, রমাপদ, দুখিরাম।

পরিবেশক :—**মতিমহল থিয়েটারস্ লিঃ।**

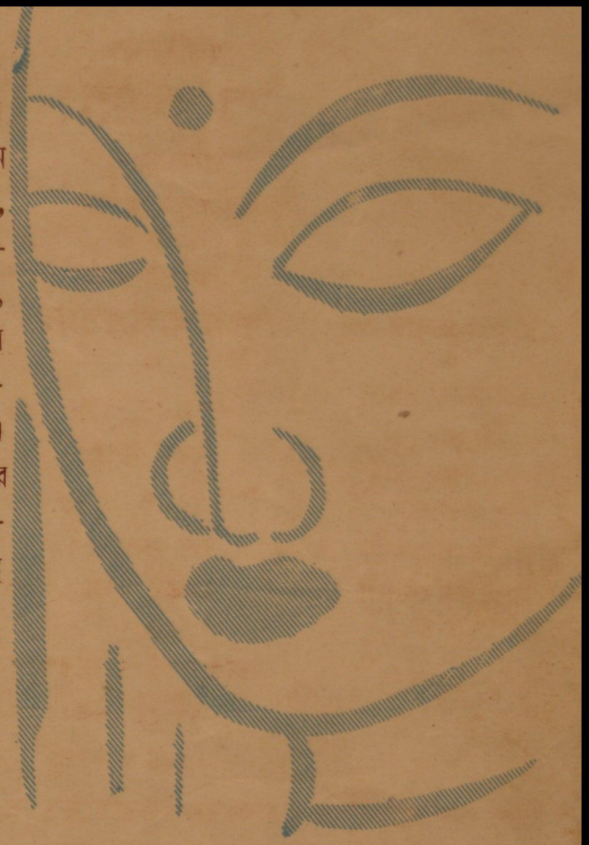

এক শ বছর আগে কেমন ছিল বাংলার গাঁ, কেমন ছিল সে-গাঁয়ের মানুষেরা, কেমন ছিল তাদের ঘর-সংসার, কেমন ছিল সে-সংসারের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী-স্বরূপা গৃহস্থ কুলবধুরা ?

হাসখালি গাঁয়ের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ শশীভূষণ। সংসারে সহোদর ভাই বিধুভূষণ, স্ত্রী প্রমদা, পুত্র বিপিন, ভ্রাতৃবধু সরলা ও ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল। সংসারের ঝি শ্যামা --তার সঙ্গে সম্পর্কটা রক্তের নয় বটে কিন্তু বিপিন ও গোপালকে যে কোলে করে সে-ই মানুষ করেছে।

সুখের সংসার শশীর। বিধু দাদাকে দেবতার মত ভক্তি করে আর দাদা ভাবেন শ্রীরামচন্দ্রের ভাগ্যেও এমন ভাই জুটে ছিল কিনা সন্দেহ! দাদার স্নেহে ও আদরে তাই বুঝি লেখা-পড়াটা আর তেমন হয়ে ওঠেনি বিধুর। তবে হ্যাঁ, গাঁয়ের বারোয়ারি কাজে সর্বাগ্রে ডাক পড়ে তার ; যাত্রা ও অভিনয়ে

তার থেকে কৃতী আর কে আছে আশেপাশের আর পাঁচ গাঁ মিলিয়ে। একান্ন পরিবারে বাস করে বিধুর মনেও কোনো দিন উদয় হয়নি পৃথক অর্থচিন্তা ও অন্নচিন্তা। দাদা থাকতে আর তার ভাবনা কি?

'কিন্তু সংসার ত' শুধু দাদা আর ভাইকে দিয়ে নয়। ছোট জা সরলাকে কোনোদিনই সুনজরে দেখতে পারেননি প্রমদা। সংসারসুদ্ধ লোক—এমন কি শশী পর্য্যন্ত কি না ছোট বৌয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

সংসারের লোক বা শশীর দোষ কি? তারা ত' জানে না এর তলে কতখানি শয়তানি-বুদ্ধি লুকিয়ে আছে সরলার! ভোরে আলো ফোটবার আগে হেঁসেলে ঢোকে সে, সাত হাতে সংসার ঠেলে, বটঠাকুরের কাচারীর, বিপিনের ইস্কুলের ভাত রাঁধে—সে সব যে কাকে ঠেস দিয়ে তা কি আর বোঝেন না প্রমদা? নেহাৎ অসুস্থ-মানুষ প্রমদা, নইলে কায কাকে বলে দেখিয়ে দিতেন সকলকে! বিপিন—তাঁর পেটের ছেলে—সে-ও কিনা তার ছোট মা বলতে অজ্ঞান! ঝি শ্যামা—সে-ও কিনা সরলার হয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে! কিন্তু প্রমদা যা জলের মত বোঝেন, সংসারের কেউ তা বুঝতে চায় না!

মনে মনে তাই সরলার জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করেন প্রমদা। কিন্তু সে-শাস্তির ফল দাঁড়ায় উল্টো, সরলাকে শাস্তি দিতে গিয়ে অপদস্থ হন প্রমদা স্বয়ং।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী নন প্রমদা। বলবৃদ্ধির জন্য খবর দিয়ে আনালেন তাঁর মা-কে আর ভাই গডাঢর-চন্দ্রকে। মাথার উপর ভগবান আছেন, অন্ততঃ প্রমদার ভগবান ত' আছেনই—অচিরেই ভেঙ্গে গেল শশীর সুখের সংসার। ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে পৃথক হয়ে গেল দুই ভাই।

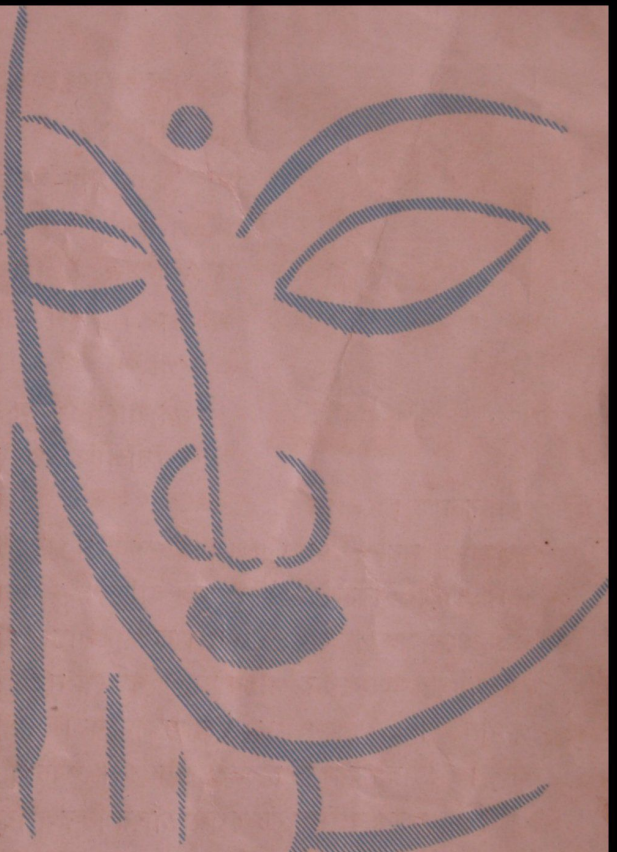

পৃথক হয়ে বিধু পড়ল বিপদে। অর্থ-চিন্তা, অন্নচিন্তা দাদা থাকতে তাকে যে কখনো করতে হবে ভাবতেই পারে নি সে। ক্রমাগত অনাহারে একদিন সরলার সঙ্গে ঝগড়া করে লুকিয়ে বিদেশে রওনা হল সে। পথে সঙ্গী জুটল নীলকমল—এক আধপাগলা যাত্রাবাতিকগ্রস্ত মানুষ।

বিধুর অনুপস্থিতিতে আরো ভেঙ্গে পড়ল সরলা। ক্রমাগত অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় ভাঙ্গতে লাগল তার শরীর।

কলকাতায় পৌঁছে কালিঘাটের ভীড়ে সঙ্গী নীলকমলকে হারিয়ে ফেলল বিধুভূষণ কিন্তু সেই সঙ্গে চাকরির চেষ্টায় হন্যে হয়ে

ঘুরতে ঘুরতে অযাচিতভাবে কায পেয়ে গেল এক যাত্রাদলে।

যাত্রাদলের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল বিধুর কিন্তু গাঁয়ে যাবার ছুটি আর কিছুতেই মেলে না তার। শুধু ডাকে টাকা পাঠায় গোপালকে আর সে-টাকা গোপালের নাম সই করে 'রমেশ দারোগা'র পরামর্শে মেরে দেয় গডাঢরচন্দ্র!

আর সরলা—গোপাল! এতদিনের পুঁজি নিঃশেষ করে এবার শ্যামা চাকরি নিয়েছে অন্য বাড়িতে—সেখান থেকে মাইনে, ভাত এনে সরলা আর গোপালকে খাওয়াবার জন্য।

গাঁয়ের অনেকের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে নতুন বাড়ি করে উঠে গেলেন শশী পুরণো বসতবাড়ি থেকে। সেই বুঝি হল তাঁর কাল। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু হল কাচারীতে।

তিন বছর বাদে ছুটি পেয়ে গাঁয়ে ফিরল বিধু আর সে খবর পেয়েই 'রমেশ দারোগা' স্বরূপ খুলল তার। পুলিশে ধরে নিয়ে গেল গডাঢরচন্দ্রকে। আর, শশী কাচারীর সেই চক্রান্তে জেলে যাবার দাখিল হলেন।

টাকা দিয়ে বাঁচতে পারেন শশী কিন্তু সে টাকা মায়ের পরামর্শে শশীকে দিতে অস্বীকার করলেন প্রমদা। শশী রওনা হলেন তাঁর প্রাপ্য শাস্তি গ্রহণ করতে—শুধু যাবার আগে বিপিনকে বলে গেলেন তার ছোট-মার কাছে চলে যেতে।

মায়ের পরামর্শে প্রমদা গাঁ ছেড়ে পালাতে গেলেন কিন্তু যাত্রার সময় বিপিনকে না পেয়ে খুঁজতে বের হলেন ছেলেকে। যখন ফিরে এলেন তখন বাসায় তাঁর মা-ও নেই, গয়না-টাকার পুঁটলিও নেই।

কাঁদতে কাঁদতে বিপিনের সন্ধানে পুরনো বাড়িতে ফিরে আঁৎকে উঠলেন প্রমদা। বিদেশ থেকে শুধু বিধুই ফিরে আসেনি, জেল-থেকে ফিরিয়ে এনেছে শশীকে। আর, বিপিন তার মুমূর্ষু ছোট-মার শিয়রে।

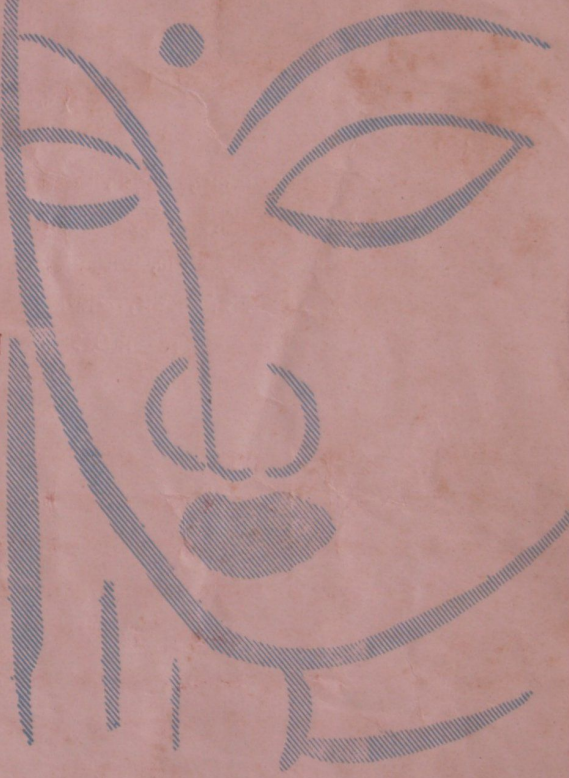

প্রমদার স্থান নেই সেখানে। শশী মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন প্রমদার।

শশীভূষণের সুখের সংসার আবার বুঝি ফিরে এল কিন্তু কালরোগগ্রস্ত সরলা এখন কবিরাজ-বদ্যির হাতের বাইরে। আর প্রমদা? তার শাস্তি হল বটে কিন্তু তার সংশোধন না দেখে ত' শান্তিতে মরতে পারে না সরলা।

আর, সরলা গেলে শশীভূষণের সংসারেই বা থাকবে কি?

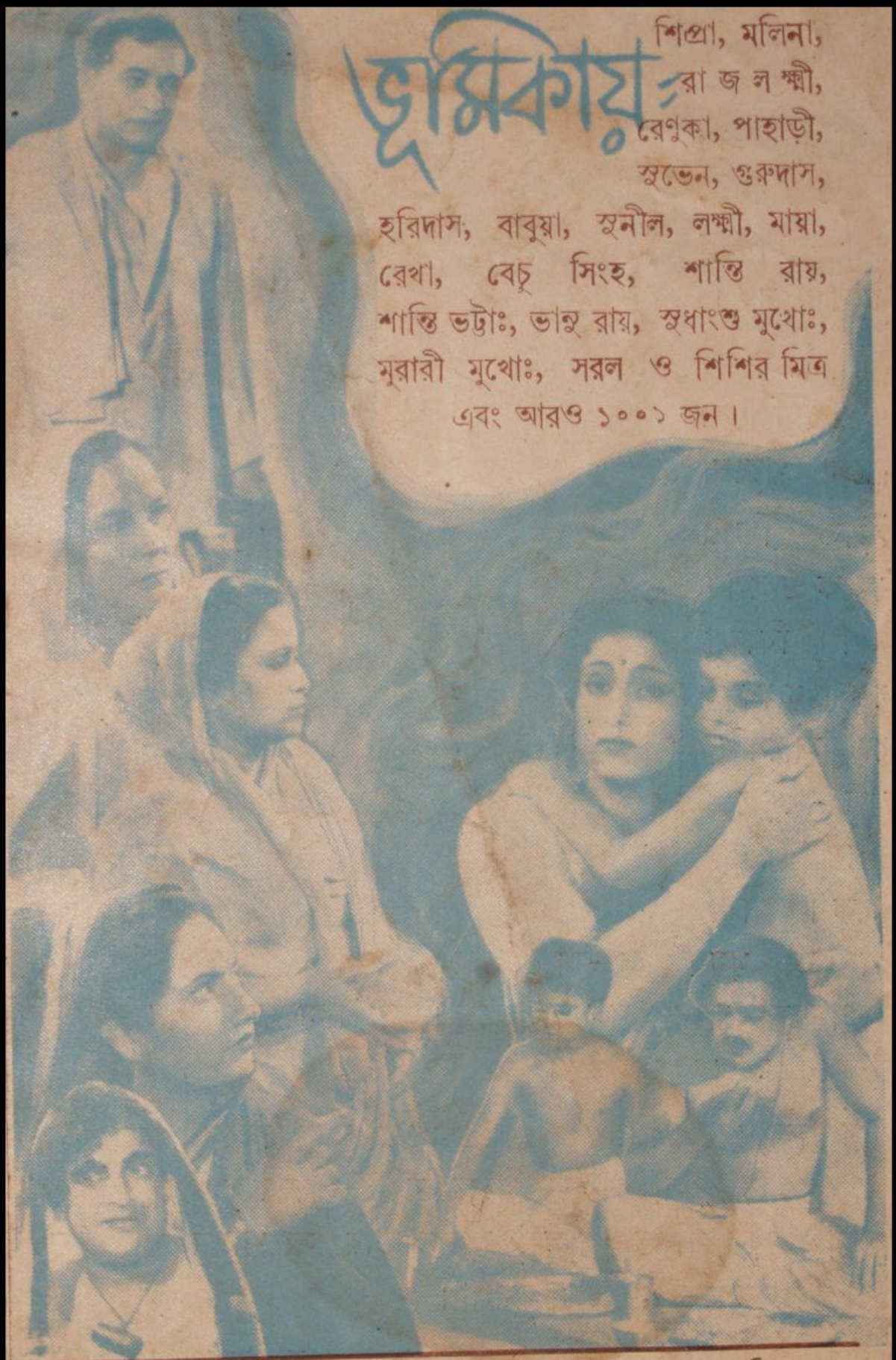

বসুমিত্রের পক্ষে প্রচারসচিব ভবানী প্রসাদ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও
সম্পাদিত এবং দি নিউ প্রাইমা প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।